যাকাতের আধুনিক মাসায়েল

শেয়ার ঃ বর্তমানে দুধরনের শেয়ারহোল্ডার লক্ষ্য করা যায় (১) যারা আইপিও-তে অংশগ্রহণ করে স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে শেয়ার খরিদ করে থাকে কোম্পানির বার্ষিক ডিভিডেন্ড (লভ্যাংশ) পাওয়ার উদ্দেশ্যে। (২) যারা ক্যাপিটাল গেইন করে অর্থাৎ শেয়ার বাজারে শেয়ার বেচা-কেনাই এদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে; কোম্পানির ঘোষিত লভ্যাংশ নেওয়ার জন্য এরা শেয়ার কেনে না।

শেয়ারের যাকাতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত দু গ্রুপের হুকুম ভিন্ন। যারা শুধু ব্যবসায়ী পণ্য হিসাবে শেয়ারের কারবার করে থাকে তারা যাকাত আদায় করবে শেয়ারের মার্কেট ভ্যালু হিসেবে। তাদের যাকাতের বছর যখন পূর্ণ হবে তখন শেয়ারবাজারে ওই শেয়ারের যে মূল্য থাকে সে মূল্য হিসাব করেই যাকাত আদায় করবে।

আর যারা কোম্পানির ডিভিডেন্ট (লভ্যাংশ) হাসিলের জন্য কোন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে থাকে তারা ওই কোম্পানির ব্যালেন্সশীট দেখে যাকাত পরিশোধ করবে। এক্ষেত্রে ব্যালেন্সশীটে ফিক্সড এসেট্স (স্থায়ী সম্পদ) এর হিসাবটি দেখে কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধন অনুপাতে তার শেয়ার যত শতাংশ হয় তত শতাংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্টাংশের যাকাত প্রদান করবে। উদাহরণস্বরূপ নাঈম সাহেব একটি কোম্পানির ১০০০ শেয়ারের মালিক। ওই কোম্পানির পরিশোধিত (বিক্রিত) শেয়ার সংখ্যা ১০০,০০০ (একলক্ষ)। প্রতিটি শেয়ারের গায়ের দাম ১০০ টাকা। অর্থাৎ এ কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন এক কোটি টাকা। কোম্পানিটি ২০০৪ সালে নীট মুনাফা অর্জন করেছে ২৫ লক্ষ টাকা। এ কোম্পানির ফার্নিচার, কম্পিউটার ও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ [যা ব্যবসার (বিক্রি করে লাভ কামানোর) জন্য কেনা হয়নি] রয়েছে ১০ লক্ষ টাকার। এক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি কোম্পনির ১% মালিক। সে হিসাবে ফিক্সড এসেট্স (স্থায়ী সম্পদ) এর ১% (আলোচিত উদাহরণে ১০,০০০) ও তার ভাগে যাবে। অন্যদিকে কোম্পানির নীট মুনাফা থেকে সে পাবে ২৫,০০০ টাকা। এ হিসাবে লোকটি ফিক্সড এসেট্স-এর ১০,০০০ টাকা বাদ দিয়ে ২০০৪ সালের যাকাত প্রদান করবে ১১৫,০০০/- টাকার জন্য ২,৮৭৫/- টাকা।

প্রকাশ থাকে যে, এখানে শুধু শেয়ারের যাকাতের হুকুম বলা হয়েছে; শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের শরয়ী হুকুম এখানে বর্ণনা করা হয়নি। কোন কোম্পানির শেয়ার কিনতে হলে সে সম্পর্কে কোন বিজ্ঞ মুফতীর নিকট আগেই জিজ্ঞেস করে নিতে হবে।

ব্যাংক একাউন্ট ঃ ব্যাংকের ব্যক্তি মালিকানাধীন সকল প্রকার একাউন্ট যাকাতযোগ্য। একাউন্ট হোল্ডার নেসাবের মালিক হলেই তাকে ব্যাংকে গচ্ছিত টাকাগুলোর যাকাত প্রদান করতে হবে। চলতি হিসাব, সঞ্চয়ী হিসাব, দীর্ঘমেয়াদী হিসাবসহ সকল একাউন্ট এ হুকুমের আওতাভুক্ত হবে। ব্যাংক হিসাবের যাকাত স্টেটমেন্ট দেখে প্রদান করা যেতে পারে। যাকাত-দাতার হিসাব বর্ষের শেষে স্টেটমেন্টে যত টাকা পাওয়া যাবে তার যাকাত সে প্রদান করবে।

কোন একাউন্ট থেকে সরকারি ট্যাক্স বা সার্ভিস চার্জ কাটা গেলে যাকাতের হিসাবে এ টাকা অন্তর্ভুক্ত হবে না।

একাউন্টহোল্ডারের জমাকৃত টাকা ছাড়া ব্যাংক থেকে অতিরিক্ত কোন হালাল মুনাফা জমা হলে তাও যাকাতের আওতায় আসবে। মূলধনের সাথে ওই টাকারও যাকাত দিতে হবে। এছাড়া যদি সুদ (বা মুনুফা নামের সুদ) জমা হয় তবে তা যাকাতযোগ্য নয়; বরং সুদ ও হারামের মাল হস্তগত হলে তা পুরোটাই সদকা করে দিতে হয়। অবশ্য যাকাত দেওয়ার সাথে পুরো টাকার হিসাব করে নিলে এ নিয়ত করে নিবে যে সুদের অংশের ২.৫% যাকাত হিসেবে দিচ্ছে না; বরং আংশিক দায়িত্বমুক্তির জন্য আদায় করছে। এরপর যখন সে হারাম টাকা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দান করবে তখন যাকাতের সাথে প্রদানকৃত অংশ বিয়োগ করে নিতে পারবে।

ব্যাংক গ্যারান্টি মানি ঃ বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিকিউরিটি হিসাবে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান ও গ্রহণের রেওয়াজ চালু আছে। এক্ষেত্রে ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা একাউন্টহোল্ডারের মালিকানধীন থাকে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সে এর সুদ / লাভও পায়। তবে গ্যারান্টির মেয়াদকালে সে ওই টাকা উত্তোলন করতে পারে না। এ কারণেই অনেকে এ টাকার যাকাত আসবে কিনা সে বিষয়ে দ্বিধায় ভোগে। অথচ ব্যাংক গ্যারান্টির টাকা সন্দেহাতীতভাবে যাকাতযোগ্য। যতদিন এ টাকার উপর একাউন্টহোল্ডারের মালিকানা থাকবে ততদিন অন্যান্য টাকার মতই এ টাকার যাকাত প্রদান করতে হবে।

ব্যাংক লোন ঃ সাধারণত যাকাতদাতার কোন করয থাকলে তা যাকাতের হিসাব থেকে বিয়োগ করার বিধান রয়েছে। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের এ যুগে করযের ধরনই বদলে গেছে। এখন বড় বড় ধনাঢ্য ব্যক্তিরাই সবচেয়ে বেশি ঋণী। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মোটা অংকের ঋণ দেওয়ার জন্য তাদেরকেই বাছাই করে থাকে। তারা বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিশাল বিশাল অট্টালিকা তৈরির জন্য কোটি কোটি টাকার লোন গ্রহণ করে থাকে। পরিভাষায় এগুলো হল ডেভেলপমেন্ট বা উন্নয়নমূলক লোন। যাকাতের হিসাবের সময় ডেভেলপমেন্টের লোন বিয়োগ হবে না।

সিকিউরিটি মানি ঃ বিভিন্নভাবে টাকা জামানতের রেওয়াজ বর্তমানে চালু হয়েছে। এর মধ্যে বাড়ি বা দোকান ইত্যাদি ভাড়া নেওয়ার জন্য সাধারণত দু ধরণের পন্থা অবলম্বন করা হয়– (১) অগ্রিম ভাড়া বাবদ জামানত (এডভান্স সিকিউরিটি)। এ টাকা চুক্তি অনুযায়ী কিছু কিছু করে ভাড়া হিসাবে কর্তন করা হয়ে থাকে। (২) ফেরতযোগ্য জামানত, যা ভাড়া হিসাবে কর্তন করা হয় না; বরং মালিকের নিকট বন্ধক হিসাবে রাখা হয়। বাড়ি / দোকান ছেড়ে যাওয়ার সময় এ টাকা ফেরত দেওয়া হয়।

উপরোক্ত দু প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে এ টাকার যাকাত আদায় করবে ভাড়াদাতা মালিক। আর ২য় প্রকারের টাকা যেহেতু শরীয়তের দৃষ্টিতে 'রাহান' তথা বন্ধকের অন্তর্ভুক্ত; তাই মালিকের জন্য বন্ধকগ্রহীতার টাকাগুলো যথাযথভাবে হেফাযত করে রাখা ওয়াজিব। এ টাকা ব্যবহার করা তার জন্য জায়েয নয়। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় ভাড়াদাতা নাজায়েয পন্থায় এ টাকা নিজ ব্যবসা-বাণিজ্যে খরচ করে থাকে। এখন প্রশ্ন হল, এ ২য় প্রকারের সিকিউরিটির যাকাত কে দেবে?

ফিকহের কিতাবে সাধারণ বন্ধক সংক্রান্ত যাকাতের বিধান বর্ণিত থাকলেও এ যামানার ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্পর্কে অবগত সকলেই ভালভাবে জানেন যে, ওই যুগের সাথে এখনকার সিকিউরিটি মানির তফাত অনেক। বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিকিউরিটির নামে কোটি কোটি টাকা বহু বছর লেগে থাকে, যা আগের ফকীহগণের সময় ভাবনায়ও আসা কথা নয়। তাই হাল-আমলের সিকিউরিটি মানির অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে যদি বন্ধকগ্রহীতা অন্যায়ভাবে সিকিউরিটির টাকার খরচ করে ফেলে তবে এর যাকাত সেই পরিশোধ করবে। আর যদি সে যথাযথভাবে তা সংরক্ষণ করে রাখে তবে এ টাকার যাকাত আদায় করবে বন্ধকদাতা। যাকাত বিষয়ক শরীয়তের উসূল পর্যালোচনা করলে মাসআলাটি এভাবেই বুঝে আসে। দেশের সম্মানিত মুফতীগণ এ ব্যাপারে তাহকীক করে তাঁদের মতামত প্রদান করবেন বলে আশা রাখি।

এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বিভিন্ন কোম্পানি বা উৎপাদকগণ তাদের পণ্য বা সেবা বাজারজাত করার জন্য ডিলার বা এজেন্টদের থেকে যে জামানত নিয়ে থাকে তার যাকাতও ওই সকল কোম্পানির মালিক ও উৎপাদকগণই পরিশোধ করবে।

বায়নানামার টাকা ঃ জমি, ফ্ল্যাট বা অন্যকিছু কিনে প্রাথমিকভাবে যে আংশিক টাকা প্রদান করে বায়নানামা চুক্তি হয় সে টাকার মালিক বিক্রেতা। সুতরাং এর যাকাত বিক্রেতা প্রদান করবে।

ব্যবসায়িক পণ্যের কোন মূল্য ধর্তব্য ঃ টাকা-পয়সা ও স্বার্ণালংকারের মত ব্যবসায়িক পণ্য এবং ব্যবসার মূলধনেরও যাকাত দিতে হয়। ব্যবসায়ী ব্যক্তি যাকাত দেওয়ার সময় তার অবিক্রিত পণ্যের কোন মূল্যটি হিসাব করবে, খরিদমূল্য, পাইকারীমূল্য, খুচরামূল্য নাকি অন্য কোন মূল্য?

এ প্রশ্নের জবাব হল, লোকটি তার অবিক্রিত পণ্যের বর্তমান বাজার-দর হিসাব করে যাকাত আদায় করবে। অর্থাৎ যেদিন তার যাকাত-বর্ষ পুরো হয়েছে সেদিন তার ব্যবসায়িক পণ্যগুলো একত্রে বিক্রি করে দিলে যে দাম পাওয়া যেত সে মূল্যের হিসাবে যাকাত প্রদান করবে।

বিক্রিত পণ্যে বকেয়া টাকার যাকাত ঃ ব্যবসায়ীরা তাদের যে সকল পণ্য বাকিতে বিক্রি করে থাকে সে বকেয়া টাকার যাকাতও তাদেরকে আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে তারা এ টাকার যাকাত বিক্রির পর থেকে নিয়মিত আদায় করতে পারে অথবা টাকা হস্তগত হওয়ার পর পেছনের বছরগুলোর যাকাত একত্রেও পরিশোধ করতে পারে। অবশ্য যদি কোন পাওনা টাকার ব্যাপারে এমন আশংকা প্রবল হয় যে, ওই টাকা আর পাওয়া যাবে না, তবে সে টাকার যাকাত দিতে হবে না। এরপর যদি ওই টাকা হস্তগত হয়ে যায় তাহলে তখন থেকে তা যাকাতের নেসাবভুক্ত হবে।

ঋণ দিয়ে পরে তা যাকাত বাবদ কর্তন করা ঃ কোন যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়ার পর সে তা আদায়ে গড়িমসি করলে বা আদায়ে অক্ষম হলে কেউ কেউ যাকাত হিসাবে তা কর্তন করে দিতে চায়। এটা সঠিক পন্থা নয়। এভাবে যাকাত আদায় করা যায় না। এ ব্যক্তি বা তার মনোনীত প্রতিনিধিকে যাকাতের টাকা প্রদান করে পরে তার থেকে ওই টাকা নিজ পাওনা বাবদ নিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

যাকাতের টাকা দ্বারা কর্মসংস্থান করে দেওয়া ঃ কেউ কেউ অল্প পরিমাণে যাকাতের টাকা বন্টন না করে কোন এক বা দুই দরিদ্র ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করার জন্য মোটা অংকের টাকা দেওয়া পছন্দ করে। আবার কেউ ঘর বা দোকান ইত্যাদি নির্মাণের খরচেও যাকাতের বড় অংকের টাকা দিয়ে থাকে। এভাবেও যাকাত আদায় হয়ে যায়। তবে এক্ষেত্রে একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে একত্রে অনেক নগদ টাকা না দিয়ে তার প্রয়োজনীয় মালামাল কিনে দেওয়া উচিত। যেন সাথে সাথেই সে যাকাতের নেসাবের মালিক না হয়ে যায় এবং তার প্রয়োজনও পুরা হয়। যদিও একজনকে যাকাতের এত অধিক টাকা দেওয়া সাধারণত মাকরূহ। আর এ ধারাটি খুব ব্যাপক হওয়া উচিত নয়। কারণ যে দেশে যাকাত গ্রহণকারী দরিদ্রের সংখ্যা অনেক বেশি সেখানে অল্প কিছু লোককে যাকাতের বড় অংকের টাকা দিয়ে দিলে অন্যদের বঞ্চিত হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসা খরচে যাকাত ঃ মাঝে মাঝেই এমন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয় যে, একজন রোগী যাকাতের নেসাবের মালিক, তার জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য (উদাহরণস্বরূপ) ৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। লোকটির নিকট আছে ২ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট ৩ লক্ষ টাকা তাকে যাকাত দেওয়া যাবে কিনা? এ যুক্তিতে যে, চিকিৎসা শুরু করলে তো এক পর্যায়ে সে যাকাত গ্রহণ করার উপযোগী দরিদ্র হয়ে যাবে।

এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, বিত্তবান লোকদের উচিত এ সকল খাতে যাকাত ছাড়া সাধারণ অনুদান প্রদান করা। যাতে যাকাতের বড় অংকের টাকা সীমিত খাতে লেগে না যায়। অবশ্য যদি এক্ষেত্রে যাকাতের টাকাই কেউ দিতে চায় তবে সে ওই রোগীর নিজস্ব টাকা খরচ হয়ে যাওয়ার পর (সে দরিদ্রের অন্তর্ভুক্ত হলে) তাকে প্রদান করবে অথবা রোগীর এমন কোন অভিভাবককে প্রদান করবে যে যাকাত গ্রহণের উপযোগী। পরে লোকটি ওই টাকা স্বেচ্ছায় উক্ত রোগীর চিকিৎসায় ব্যয় করতে পারবে।

যাকাত ট্যাক্স নয় ঃ এ কথা স্মরণ রাখা জরুরী যে, যাকাত কোন ট্যাক্স নয়; বরং ইসলামের অন্যতম একটি রোকন, ধনীর উপর গরীবের হক। তাই সরকার কোন মালের ট্যাক্স (শরীয়তের দৃষ্টিতে ওই ট্যাক্সের হুকুম যা-ই হোক) নিয়ে নিলেও তার যাকাত দিতে হবে।

যাকাত থেকে বাঁচার অপকৌশল ঃ অনেকে যাকাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন অপকৌশল (নাজায়েয হিলা) গ্রহণ করে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং আল্লাহ তাআলাকে ধোঁকা দেওয়ার শামিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তিত বর্তমান প্রেক্ষাপটে যাকাতের আরো বহু নতুন মাসআলা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এখানে শুধু উপস্থিত লেখার সময়ে যা মনে পড়েছে সেগুলোর জবাব দেওয়া হয়েছে। আরো নতুন কোন মাসআলার সম্মুখীন হলে মুসলমান ভাই-বোনেরা কোন নির্ভরযোগ্য দারুল ইফতা থেকে তার উত্তর জেনে নিবেন। মারকাযুদ দাওয়া আল ইসলামিয়া ঢাকা-এর ফতওয়া বিভাগেও যোগাযোগ করা যেতে পারে।

রচনাঃ মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
সৌজন্যেঃ মাসিক আল কাউসার, রমযান-শাওয়াল, ১৪২৬ হিজরী